এন·আই·টির
সামাজিক নিবেদন
9-7-54

ন্যাশানাল ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সে'র নিবেদন—

পণরক্ষা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **হিন্ময় ব্যানার্জ্জী**

কাহিনী ও সংলাপ : সন্তোষ সেন
চিত্র-শিল্পী : রমেন পাল
শব্দ যন্ত্রী : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
রসায়নাগারিক : জগবন্ধু বসু
কর্ম্মসচিব : হারু মজুমদার
শিল্প নির্দ্দেশক : মণি মজুমদার
সম্পাদক : দেবীদাস গাঙ্গুলী
রূপ-সজ্জাকর : সুধীর দত্ত, সন্তোষ নাথ
ষ্টুডিও ম্যানেজার : অমিয় বসু
স্থির চিত্র : ফটো সার্ভিস
গান রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
ও শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী

[ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও হাউস্‌টোন্ অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত।]

সহকারীগণ :—

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্ত্তী, লালমোহন ঘোষ ও মণি মজুমদার
চিত্র শিল্পে : প্রসূন ঘোষ ও সুনীল চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রে : সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ও অমর ঘোষ
রসায়নাগারে : প্রফুল্ল মুখোঃ ও দুর্গা বসু
সেট্ পরিকল্পনায় :
লক্ষ্মণ, অমূল্য, হীরালাল, দুর্গা, দৈতারী, পহেলী ও বনমালী
আলোক নিয়ন্ত্রণে :
বিমল দাস, অমূল্য দাস, হরি সিং, নিরঞ্জন দাস, অজিত দাস ও বাবুলাল

সঙ্গীত : **বৈদ্যনাথ রায়**

ভূমিকায় : সাধন সরকার, কুমারী চিত্রা, রেবা বোস, মণি চক্রঃ (এ্যাঃ), মিনতি বসু, গোকুল মুখার্জী, হরিদাস, হরিধন, অনিমা পেদেশী, শঙ্কর বাগচী, গৌর ঘোষ, রবীন, শীতল বন্দ্যোঃ ও নির্ম্মল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক : **ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্স**
১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৪

— কা হি নী —

গাঁয়ের নাম কাজল। এই কাজল গাঁয়ের ছোট্ট একটি পরিবার। ৺রমানাথ মুখুজ্জ্যের স্ত্রী, তাঁর একমাত্র নাতনী অনু, আর পিতৃমাতৃহীন রাখাল।

রাখাল রমানাথের বন্ধুর ছেলে; ছেলেবেলা থেকে অনুর সঙ্গে ভাইবোনের মত রমানাথ গৃহিনীর কাছে মানুষ।

কিশোর রাখাল এখন যুবক ও বেকার। অনু বিবাহযোগ্যা ও অরক্ষণীয়া, তাই দিদিমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। রাখাল দিদিমাকে তার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে সান্ত্বনা দেয়।

গ্রামের বিধবা জমিদার গৃহিনীর একমাত্র ছেলে বিমল ডাক্তারী পাশ করে গ্রামে ফিরে আসছে। পথে দেখা হোলো অনু আর তার দিদিমার সঙ্গে—বিমল আর অনুর দৃষ্টি বিনিময় হোলো।

বিমল বাড়ীতে এল মার কাছে—মায়ের আনন্দ ধরে না। গ্রামের চক্রবর্ত্তীর ছেলে, বিমলের বাল্যবন্ধু, দুলালের সেই দিন রাত্রেই বিয়ে। নিমন্ত্রিত বিমল চল্‌লো দুলালের বিয়েতে, মায়ের অনুমতি নিয়ে।

বিবাহ মণ্ডপে দাবী দাওয়া নিয়ে ঘট্‌লো বিপর্যয়। বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম। বিমল এল এগিয়ে—বিপন্ন কন্যার পিতাকে উদ্ধার করলো কন্যাদায় থেকে, মা'র অনুমতি না নিয়েই।

কিন্তু চক্রবর্ত্তীর চতুর চক্রান্তে বিমল বাধ্য হোলো তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী কমলাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে।

রাখাল কলকাতার এক অফিসে চাকরী পেল। আর অল্প দিনের মধ্যেই তার মনিবের সুনজরে পড়লো—অফিসের মালিক অজিতবাবু—একজন সুদর্শন প্রগতিপন্থী যুবক।

রাখাল প্রত্যেক শনিবার বাড়ী আসে, আর অনুর বিয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু মনের মত পাত্র মেলে না—পাত্র পছন্দ হয়তো পণ পছন্দ হয় না—আবার পণ পছন্দ হয়তো পাত্র পছন্দ হয় না।

হঠাৎ একদিন ওর দিদিমা বলেন, "ওরে রাখাল, তুই এত ঘুরে, এত চেষ্টা করেও ঠিক করতে পারলি না, আর আমি ঘরে ব'সে সব ঠিক করে ফেললুম।" কিন্তু রাখাল বিমল ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে দিদিমার প্রস্তাব অপ্রীতিকর ভাষায়

প্রত্যাখান করে এল। ফলে দিদিমা আর অনুর সঙ্গে রাখালের ঘটলো মনোমালিন্য। অনু কেঁদে বলে "রাখালদা, তোমার মনে কী আছে? আমার বিয়ে নিয়ে তুমি এত বাড়াবাড়ি করছো কেন?".........

এদিকে কুচক্রী চক্রবর্ত্তী গোপনে অনুর বাউণ্ডুলে বাবাকে হাত ক'রে নিজের ছেলে দুলালের সঙ্গে অনুর বিয়ের ব্যবস্থা করলো—কিন্তু রাখাল এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেবে না,—আর চক্রবর্ত্তীও ছাড়বে না। এদিকে আবার শোনা গেল বিমল ডাক্তারের সঙ্গে অনুর বিয়ে। রাখাল তার মনিব অজিতবাবু ও সহকর্মীদের জানালো অনুর বিয়ে—আর তাঁদের নিমন্ত্রণ।

বিয়ের দিন, রাতের অন্ধকারে চক্রবর্ত্তী রাখালকে করলো আঘাত। আহত ও বিপন্ন রাখাল দুর্যোগের অন্ধকারে পথ হারালো।..........

হঠাৎ শোনা গেল আগুন! আগুন! চক্রবর্ত্তীর দল দিয়েছে রাখালের বাড়ীতে আগুন। দুর্ভাগ্যের ঝড়ো হাওয়ায় সহস্র শিখা গ্রাস করতে এলো রাখালের বাড়ী।

রাখাল আগুনে ঝাঁপ দিল··· এই আগুনে কি সব শেষ হয়ে যাবে? রাখালের স্বপ্ন, সাধ, প্রতিশ্রুতি?...... এই সহস্র শিখা কি সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে, না, জেলে দেবে **মিলনের সহস্র দীপালী?**

[১]

ও ভগবান আমার আঁখি ঝরে
তুমি আছো নয়ন বুঁজে
আমার আঁখি ঝরে
তীরে এসে ডুবলো তরী
উড়ো মেঘের ঝড়ে।
ভেবেছিলাম হায় এ পারে
বাঁধব বাসা বাঁধব তারে
মেঘ উড়িয়ে নিঠুর যে বাদ
সাধল কিসের তরে॥
চাইনি আমি দুখের ঠাকুর
তোমার মতন পতি
মনের মতন মানুষ রতন
(গো) চাইলে কি তায় ক্ষতি
ওপারে ঝড় এপারে ঝড়
ভাঙ্গলো এ ঘর ভাঙ্গলো ও ঘর
কই দুখ-হর ধরো দু'হাত
তোমার দুটী করে॥

—শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী।

[২]

সইলো আমার গঙ্গাজল
আর বেলা নাই জলকে চল
পাটে, নামলো সুরুজ ওই
সাঁঝের বাতাস ঝিরি ঝিরি
বহে, শিরীষ বনে শিরি শিরি ঘর ছেড়ে আয় সই
দুটো, মনের কথা কই।
সইরে, ভাবিয়া ললিতা পেত নাকো কুল
উদাস কেন যে রাই
কেন, আলু থালু কেশে রচিনি কবরী
অঙ্গে, নীলাম্বরী নাই।
না জানি কী সঙ্কেতে উতলা শ্রীরাধা
কোন, কুঞ্জেতে বাজে বেণু তারি নামে সাধা
তাই, অন্তর রয়না যে হৃদয়েতে বাঁধা।
সইরে, মরিবি মরিবি সখি নিশ্চয় মরিবি
কানু প্রেম সোহাগের সায়রের জলে
সাতটি পাকের দড়ি কলসীর ঘোরে
হাবু ডুবু খাবি ওই পরাণের তলে॥

—শ্রীপুলক বন্দোপাধ্যায়।

[৩]

চোখের জলে ভেজা ফুলের মত
আজো, তোমায় খুঁজি একটি আশা লয়ে
শুধু, ঝরার বেলায় তোমার পায়েই রব প্রণাম হয়ে
একটি আশা লয়ে।
নানান সাধের গানগুলি মোর অনেক প্রহর শুনে
নীরব হল দীর্ঘশ্বাসের বেসুর বীণা শুনে
তবু, ভাঙ্গা বুকের বেদন আবার গান হয়ে যায় একী
আঘাত সয়ে সয়ে
শুধু, ঝরার বেলায় তোমার পায়েই রব প্রণাম হয়ে।
ভীরু এ প্রেম অবহেলায় অবুঝ হতেও পারে
এই ছিল ভয় বুঝেছি আজ ব্যথায় প্রণয় বাড়ে;
দুঃখ দিয়েই পরীক্ষা নাও দুখের সাধনাতে
জেনেছি তাই অশ্রু কুসুম দেবো আপন হাতে
ওগো, হার মানাতে আমায় তুমি নিজেই হেরে গেছো
এই কথাটি কয়ে
শুধু, ঝরার বেলায় তোমার পায়েই রব প্রণাম হয়ে॥

—শ্রীপুলক বন্দোপাধ্যায়।

ও নবান্নেরি স্বপ্ন আঁখি ছায়
আহা, সোনার বরণ ধান
আহা, চম্পা বরণ ধান।
বাতাস লেগে ঢেউ খেলে ওই যায়।
ও চাষী-বৌ দিও আমায় শালিধানের চিঁড়ে
মুড়কি দিও কুটুম এলে বসতে দিও পিঁড়ে
বাংলা দেশের চাষীর জীবন ধানেই বাঁচে মরে
বারো মাসের তেরো পার্ব্বণ লক্ষ্মী ধানের তরে।
আহা, সোনায় বরণ ধান
আহা, চম্পা বরণ ধান।
ধান ভাঙানোর বাসে যখন অঘ্রান পৌষ ভরে
হে হে হে হে হে
পিঠে কোরো, আউনি বেঁধো চাষী নতুন খড়ে
চালের বাটায় খড়ি দিও ছেলের হাতে মাঘে
আর, ফাল্গুন মাস র ভিয়ে তুলো নতুন চালের ফাগে
আহা, সোনার বরণ ধান
আহা, চম্পা বরণ ধান।

চোত্তের গাজন বোশেখ মাসের শিব পূজো
ওই চালে
আলপনা রঙ জষ্টি মাসের ষষ্টি পুজোর কালে
আষাঢ়ে রথ শাওনে ঝুলন মুড়ি মেখ কলায়
আর, ভাদ্র মাসে পান্তা করে রেখো মনসা তলায়
আহা, সোনার বরণ ধান
আহা, চম্পা বরণ ধান।

আশ্বিনেরি দুর্গাপূজায় ঢাকের বাদ্যি বাজে
হে তাক্ দুমা দুম্ দুম্ ঢাকের বাদ্যি বাজে
সবুজ ধানের কচি শিশু নরম রোদে সাজে
কার্ত্তিকেরই আকাশ-পিদীম সাক্ষী মানত করে
বলো, বারো মাসের তেরো পার্ব্বণ লক্ষ্মী ধানের তরে॥
আহা; সোনার বরণ ধান
আহা; চম্পা বরণ ধান॥

—শ্রীপুলক বন্দোপাধ্যায়।

প্রস্তুতির পথে !!

●

শ্রীপ্রভু পিক্‌চার্সের দোভাষী চিত্র—

বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের

কৃষ্ণাতিথির চাঁদ

পরিচালনা :

বিনয় ব্যানার্জি

●

বোম্বাই ও কলিকাতার শ্রেষ্ঠ
শিল্পী সমন্বয়ে !

●

একমাত্র পরিবেশক :

ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্স

ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্স কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং প্রসন্ন প্রিন্টিং প্রেস, ২৬, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।